কবিতা/গল্প



লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
eiyugkagojernouka@gmail.com

হাওড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক

এই যুগ

EI YUG

ডাউনলোড "এই যুগ অ্যাপ"

এই যুগ এর নিজস্ব ওয়েবসাইট eiyug.in থেকে ডাউনলোড করুন "এই যুগ অ্যাপ"

ইন্টারনেট সংস্করণ-eiyug.in PRGI:WBBEN/2020/81746

PAGE | পৃষ্ঠা-4 [PRICE | মূল্য-2]

HOWRAH | হাওড়া ● DAILY | দৈনিক ● 14 NOVEMBER 2026,SATURDAY | ১৪ নভেম্বর ২০২৬,শনিবার ● VOLUME | বর্ষ-6 ● ISSUE | সংখ্যা-334

পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির আর্থিক সহায়তা প্রদানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,হাওড়া ,১৩ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো বৃহস্পতিবার। এদিন নবান্ন সভাগৃহ থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপনন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামানিক, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন এদিন পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার প্রথম কিস্তি প্রাপক সাত লক্ষাধিক উপভোক্তার ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসুচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো। তিনি আরও বলেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা যাচাই করে অর্থ তাদের একাউন্টে সরাসরি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন তিনি পঞ্চায়েতি রাজ পত্রিকার গ্রামীন আবাসন ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ সংস্করনের আবরন উন্মোচন করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন আবাসন পরিকাঠামোর এই বিকাশ গ্রামীন অর্থনীতিকে যেমন গতিশীল করবে তেমনি অসংখ্য পরিবারের দীর্ঘদিনের পাকা বাড়ির স্বপ্ন পূরন করবে।

কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে ধান সংগ্রহ ও গণবন্টন সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে খাদ্য মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ও বিধানসভার স্পীকার রথীন্দ্র বসু



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,কোচবিহার ,১৩ নভেম্বর : কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে বৃহস্পতিবার রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় ধান সংগ্রহ ও গনবন্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা বৈঠক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার রথীন্দ্র বসু ,কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগন । খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া জানান এদিনের বৈঠকে ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, গণবন্টন ব্যবস্থার কার্যকারিতা,সাধারন মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। জনস্বার্থে সরকারি পরিষেবার স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এই ধরনের পর্যালোচনা বৈঠক অত্যন্ত।গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন বিধানসভার স্পীকার রথীন্দ্র বসু।

জঙ্গল সংলগ্ন ছট ঘাট গুলোতে পর্যাপ্ত বনকর্মী থাকবে বলে জানালেন বনমন্ত্রী



মলয় দেবনাথ,এই যুগ,আলিপুরদুয়ার,১৩ নভেম্বর :আলিপুরদুয়ার জেলার অনেক ছট ঘাট আছে যেগুলো জঙ্গল সংলগ্ন যেমন বাসরা, হাসিমারা, দলসিংপাড়া সেসমস্ত সব ছট ঘাটে বনকর্মী থাকবে এবং বনদফতর এলার্ট আছে এদিন শামুকতলা ছট ঘাট পরিদর্শন করে একথা জানান বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাঁও। এদিন শামুকতলার ছটঘাট পরিদর্শন করলেন বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের বিডিও, শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শামুকতলার বিজেপি নেতৃত্বরা।শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রী শামুকতলার বিভিন্ন ছটঘাট ঘুরে দেখেন। কথা বলেন ছটঘাটে যাঁরা পুজো করবেন এবং যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে। ঘাটের সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।বনমন্ত্রী জানান, ছট একটি বড় উৎসব, বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। তাই ঘাটগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হবে।বিডিও এবং পঞ্চায়েত প্রধানকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।মন্ত্রীর এই পরিদর্শনে খুশি স্থানীয় ছটব্রতী ও বাসিন্দারা। বনমন্ত্রী এদিন জানান জেলার বিভিন্ন ছট ঘাট যেখানে জঙ্গল সংলাপ সেখানে পর্যাপ্ত বনকর্মী থাকবে।

রাস্তার পাশে চা বাগানের ঝোপে বাইকের হেডলাইটে ক্যামেরাবন্দী চিতাবাঘের ছবি ভাইরাল ,আতঙ্ক এলাকায়



নিজস্ব সংবাদদাতা,এই যুগ,জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাতাবাড়ি চা বাগান এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক। জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে পশ্চিম বাতাবাড়ির কয়েকজন যুবক মোটর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। তারা পশ্চিম বাতাবাড়ি চা বাগানের নয় নম্বর সেকশনের কাছে পৌঁছাতেই মোটরবাইকের হেডলাইটের আলোয় লক্ষ্য করেন রাস্তার পাশে চা বাগানের ঝোপ ঘেঁষে বসে আছে একটি চিতাবাঘ। মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে বুকে সাহস নিয়ে হেড লাইটের আলো ফেলে যুবকেরা ক্যামেরাবন্দী করেন রাস্তার পাশে চা বাগানের ঝোপের ধারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা চিতাবাঘটিকে। মোটর আলো পড়ায় ধীরে ধীরে চিতাবাঘটি চা বাগানের আরও ভেতরে চলে যায় তারপর যুবকেরা তাদের বাড়ির দিকে রওনা হন। যুবকদের তোলা এই ছবি।সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। এলাকায় নজরদারি শুরু করেছেন বন কর্মীরা।

ফালাকাটায় দুটি গুদামে পুলিশের হানা, ১১ হাজার ৭৩৮ কেজি শুকনো সুপারি বাজেয়াপ্ত



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,১৩ নভেম্বর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুটি গুদামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো সুপারি উদ্ধার করল ফালাকাটা থানার পুলিশ। অভিযানে মোট প্রায় ১১ হাজার ৭৩৮ কেজি শুকনো সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সুপারির আনুমানিক বাজারমূল্য ৪৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ২০০ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলিয়াস রহমান ওরফে হামবাটুর মালিকানাধীন দুটি গুদামে এই অভিযান চালানো হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে মোট ২২৭ বস্তা শুকনো সুপারি উদ্ধার হয়। এর মধ্যে ২৩টি বস্তায় প্রতিটিতে ৩৫ থেকে ৪০ কেজি, ১০৫টি বস্তায় প্রতিটিতে ৫৫ থেকে ৬০ কেজি এবং ৯৯টি বস্তায় প্রতিটিতে ৪৫ থেকে ৫০ কেজি সুপারি ছিল। পাশাপাশি খোলা অবস্থায় আরও ২৫০ কেজি শুকনো সুপারি উদ্ধার করা হয়।এই ঘটনায় গুদাম মালিক পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।এত বিপুল পরিমাণ সুপারি কী কারণে এবং কোথা থেকে মজুত করা হয়েছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

উদ্ধার এগারোশ আটান্নব্বই বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ,গ্রেপ্তার এক



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,মুর্শিদাবাদ ,১৩ নভেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের সাগরপাড়া থানার পুলিশ গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি নীল রঙের ছোট চার চাকার গাড়ি আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে আটক গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এক হাজার একশো আটান্নব্বই বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেন্সিডিল। গ্রেপ্তার করা হয় এক জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতের নাম লালচাঁদ বাদশা (২৩),সে থানা এলাকার সাহেবনগরের বাসিন্দা। সমস্ত প্রক্রিয়াটি এন ডি পি এস আইনের নির্দেশিকা মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করে পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্ধার ছাব্বিশটি মহিষ ,গ্রেপ্তার এক



সুকুমার রঞ্জন সরকার ,এই যুগ,আলিপুরদুয়ার,১৩ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের কুমারগ্রাম থানার অধীন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তেলিপাড়া টোল প্লাজায় একটি ট্রাক আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে আটক ট্রাক থেকে উদ্ধার হয় ছাব্বিশটি মহিষ। তল্লাশী চালানোর সময় ট্রাকের চালক পালিয়ে যাবার জন্য দৌড় শুরু করলে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার কয়েক জন পুলিশ কর্মীকে সাথে নিয়ে চালকের পিছু ধাওয়া করেন ও বেশ কিছুদুর গিয়ে চালককে ধরে ফেলেন। চালক মহিষ পরিবহনের কোন বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিষ সহ ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ চালকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে। জানা গেছে ধৃত চালকের নাম হাসানুর রহমান (১৮), অসমের বাসিন্দা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ও খতিয়ে দেখছে এই চক্রে কারা জড়িত, কোথা থেকে কোথায় মহিষগুলিকে পাচার করা হচ্ছিলো।

ছটপুজোর অজুহাতে বৈঠকে এলেন না মালিক ,ভেস্তে গেল কোহিনুর চা বাগানের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,১৩ নভেম্বর : ভেস্তে গেল কোহিনুর চা বাগানের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। ছটপুজোর কারণে বৈঠকে আসতে পারবেন না বলে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন মালিকপক্ষ। আর এর ফলেই আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার শ্রম দপ্তরে বৈঠক হলো না।জানা গিয়েছে, পুজোর পর থেকেই বন্ধ রয়েছে কোহিনুর চা বাগান। বাগান খোলার আশায় দিন গুনছিলেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের স্বপ্ন ছিল, এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেই বাগান খোলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু মালিকপক্ষ না আসায় সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না।বাগানে মোট ৮৮৮ জন শ্রমিক পরিবার রয়েছে। বাগান বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। রোজগার বন্ধ, সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। সামনে ছটপুজোর মতো বড় উৎসব, তার মধ্যেই এই খবর আরও হতাশ করেছে শ্রমিক পরিবারগুলিকে।শ্রমিকদের অভিযোগ, বারবার বৈঠক ডাকা হলেও নানা অজুহাতে মালিকপক্ষ আসছেন না। ফলে সমস্যা জিইয়ে থাকছে। কবে বাগান খুলবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।এদিন বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। তাঁরা দ্রুত নতুন করে বৈঠক ডেকে বাগান খোলার দাবি জানিয়েছেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ছটপুজোর পর ফের বৈঠকের দিন ঠিক করা হবে। ততদিন অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটাতে হবে ৮৮৮ শ্রমিক পরিবারকে।

এই যুগ কাগজের নৌকা

14 NOVEMBER 2026 ,শনিবার

নিঃসঙ্গতার ক্যানভাস

বাপী নাগ

আজ আমার এই নিঃসঙ্গ শহরে
স্বপ্নগুলো হারিয়ে যাক।
অবুঝ মনের শত শত ইচ্ছেগুলো
নীরবতাতেই ঝরে যাক।
আমার কিছু কথা অব্যক্ত'ই থাক
কিছু ব্যথা গোপন হোক।
অসমাপ্ত গল্পগুলোর শেষ পাতাটা
আজ অদৃশ্য কল্পলোক।
আমার এই অন্তর জুড়ে যত মায়া
থাকুক স্মৃতির ঘরে,
নিভৃত আঁধারে অশ্রুগুলো আজ
ঝরুক নীরব স্বরে।
অন্তরে মায়ার প্রদীপ তবু জ্বলুক
অন্ধকারের সাথি হয়ে।
আলো না-ই বা ছড়াক সে,থাকুক
অন্তরজুড়ে রয়ে সয়ে।।

হেমন্তের মিষ্টি সকাল

মোঃ জাবেদুল ইসলাম
(লালমনিরহাট ,বাংলাদেশ)

হেমন্তের মিষ্টি সকাল,
মিষ্টি লাগে রোদ।
মিষ্টি রোদ যায় দিয়ে,
সূর্য মামা খোদ।
হেমন্তের মিষ্টি সকাল
গরম গরম পিঠা।
খেজুর গুড়ের গরম পিঠা,
লাগে দারুণ মিঠা।
হেমন্তের মিষ্টি সকাল,
কুয়াশা চাদরে ঘেরা।
নতুন ধানে হেমন্তের
পিঠা পায়েস সেরা।।

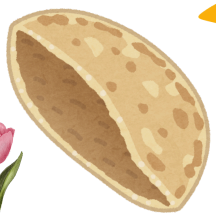

দর্শন

মোঃ রহমত আলী

এখানে চাঁদ ধরা যায়,
অথচ জলে নামা যায় না;
রোজ সূর্য দেখা যায়,
তবে ছায়া ধরা যায় না।
পলকেই নক্ষত্র গোনা যায়..
কিন্তু গণনা লিখে রাখা যায় না।
এখানে মেঘ ছোঁয়া যায়,
যদিও বৃষ্টি হওয়া যায় না;
কুয়াশা গায়ে মাখানো যায়,
তবে ধোঁয়াশা কাটানো যায় না।
সত্যি যখন ঘড়ি থেমে যায়..
কিন্তু তখনও সময় থেমে যায় না।।



কিসের দেমাগ?

ফারুক আহম্মেদ জীবন

এত, কিসের দেমাগ
কিসের ও রাগ...
ও মানব তোমার মনে..?
মরলে, আগুনে পুড়াতে তোমায়
নিয়ে যাবে শ্মশানে...
নইলে, কাফন পরাই দেবে কবর
কোন এক গোরস্থানে।।
ছাঁই হয়ে যাবে উড়ে
নইলে, কবর দেশে রবে পড়ে।।
পোক ধরবে তারপরে যে
সারাটা শরীর জুড়ে...
পোকা, কুরে কুরে খাবে শরীর
মাংস, যতক্ষণ রবে হাড়ে
তখন, কি হবে তোমার উপায়
স্রষ্টাই তা-ভালো জানে।।
কোথায় রবে অহামিকা..
কোথায়, রবে বলো দালানকোঠা
রাজপ্রাসাদ অট্টালিকা?
যখন, সুন্দর তোমার দেহটাতে
কিলবিল কিলবিল করবে পোকা?
ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা যখন
ঢুকবে তোমার নাকে মুখে
তোমার, খাবে ছিঁড়ে দেহ চক্ষু
ঢুকবে পেটে দুটি কানে।।

হেমন্তের আগমনে

ফারুক আহম্মেদ জীবন

ধরণীর বুকে শিশির কণা মুখে
এসেছে যে ঋতু হেমন্ত,
অপরূপা রূপে তাই সেজেছে প্রকৃতি
খুশির নেই যেনো অন্ত।
পল্লী গাঁয়ের ডোবা ঝিলের জলে
ভরেছে রঙিন শাপলা ফুলে,
মালা গেঁথে তা- যতো শিশু কিশোর
আনন্দেতে পরছে গলে।
হেমন্তের আগমন পরশে যেনো
আজ নাচে চিত্ত হরষে,
ঘাসে হাসে মুক্ত দানা চকচকে সোনা
রশ্মির কিরণে তুষার বরষে।
শরতের এখনো তো কাটেনি রেশ
হয়নি তো হেমন্তের শেষ,
তবু বইছে শীতের উত্তরে হিমেল বায়ু
আহা! কি ঠান্ডা আবেশ।
কার্তিক অগ্রহায়ণে আসে হেমন্ত
আসে প্রকৃতির নব সাজ,
ফোটে মল্লিকা ফুল শিউলি কামিনী
ছাতিম বকফুল গন্ধরাজ।
মাঠ জুড়ে সোনালী আমন ধানের
আহা!বইছে কি ম-ম ঘ্রাণ,
কয়দিন পর হবে নবান্ন পিঠা উৎসব
পিঠার স্বাদে ভরবে প্রাণ।।

[লেখা পাঠানোর ঠিকানা-eiyugkagojernouka@gmail.com]

প্রস্তুতির মাঝে আতঙ্ক ছট ঘাটে হাতি নিয়ে



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার,১৩ নভেম্বর : ছটঘাটে বুনো হাতির তাণ্ডব, প্রস্তুতির মাঝেই আতঙ্ক বাসরা ঘাটে আর মাত্র একদিন পরেই ছটপুজো। তার আগে ছটপুজোর প্রস্তুতি চলাকালীন বাসরা ছটঘাটে হানা দিল একটি বুনো হাতি। হাতির উপস্থিতিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ঘাটে কাজ করতে থাকা মানুষজনের মধ্যে। আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম বৃহৎ ছটঘাট হিসেবে পরিচিত বাসরা ছটঘাট। প্রতি বছর ছটপুজো উপলক্ষে এখানে কয়েক হাজার পুণ্যার্থী ও ভক্তের সমাগম হয়। সেই কারণে বর্তমানে জোরকদমে চলছে ঘাট নির্মাণ ও সাজসজ্জার কাজ।এরই মধ্যে এদিন সকালে আচমকাই একটি বুনো হাতি বাসরা ছটঘাট সংলগ্ন এলাকায় চলে আসে। বাসরা নদীর পাড়ে হাতিটিকে দাপিয়ে বেড়াতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ঘাট নির্মাণের কাজে ব্যস্ত শ্রমিক ও অন্যান্য মানুষজন। ছটপুজোর আগে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়ায় এলাকায়।তবে কিছুক্ষণ পর হাতিটি নিজে থেকেই বাসরা নদী সংলগ্ন এলাকা ছেড়ে বক্সা জঙ্গলে প্রবেশ করে। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ছটপুজোর আগে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘাটে হাতির আগমনে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য পশ্চিম খলিসামারি এলাকায়



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,১৩ নভেম্বর : রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ধারসী নদী থেকে। গত মঙ্গলবার স্বামীর জন্য ধান ক্ষেতে ভাত নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ধান কাটা শেষ হলেও বিকেল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও ভাত নিয়ে আর পৌঁছালেন না তার স্ত্রী। গত মঙ্গলবার বেলা ২টা থেকে নিখোঁজ ছিলেন । শুক্রবার পশ্চিম খলিসামারি এলাকায় ধারসী নদী থেকে উদ্ধার হলো তাঁর পচাগলা মৃতদেহ।মৃত গৃহবধূর নাম কিরনসরি বর্মন। তার বয়স ৪২ বছর । দুই ছেলে কৃষ্ণ বর্মন ও তার ভাই এবং স্বামীকে নিয়ে ছিল সংসার।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস দেড়েক যাবত ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্য হীনতায় ভুগছিলেন। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। মঙ্গলবার দুপুর ২টার পর থেকে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। অনেক খোঁজা খুঁজির পরও তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি।এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে যখন তাঁর স্বামী তাঁকে খুঁজতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের চেপানী চৌপথি এলাকায় যান, ঠিক সেই সময় ওই এলাকার এক ব্যক্তি তাঁকে খবর দেন, থানুপাড়ার এলাকায় ধারসী নদীতে এক মহিলার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেছে।খবর পেয়ে ছুটে যান পরিবারের লোকজন। পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ততক্ষণে দেহে পচন ধরে গিয়েছে, দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল।ভাটি বাড়ী ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।এই ঘটনায় হতবাক দুই ছেলে-সহ তাঁর স্বামী। প্রতিবেশীরাও শোকস্তব্ধ।

